International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 374-385
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.232

অভাবের সত্তাতত্ত্ব ও স্বীকৃতির ডায়ালেকটিক: লাকাঁ-র মনোবিশ্লেষণমূলক দর্শনের আলোকে হেগেলের পুনর্পাঠ

ড. মোঃ নাজমুল হাসান
স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article examines the philosophical relationship between the dialectic of recognition in Georg Wilhelm Friedrich Hegel and the ontology of lack in the psychoanalytic theory of Jacques Lacan. While Hegel's Phenomenology of Spirit presents subjectivity as emerging through the struggle for recognition between self-consciousness, Lacanian psychoanalysis interprets the subject as fundamentally divided and constituted by a structural lack within the symbolic order. The aim of this study is to reconsider Hegel's theory of recognition through the conceptual framework of Lacanian desire in order to show how subject formation may be understood as a process structured not only by social recognition but also by the dynamics of lack and desire. The article first reconstructs Hegel's account of self-consciousness, focusing on the struggle for recognition and the master–slave dialectic as the historical and intersubjective foundation of subjectivity. It then analyses Lacan's central concepts – mirror stage, symbolic order, lack, desire, and the split subject – in order to demonstrate how human subjectivity is constituted through an irreducible lack that can never be fully reconciled. Building on these theoretical perspectives, the paper argues that recognition can be reinterpreted as a form of desire; the subject seeks recognition from the Other precisely because its identity is incomplete. Through this Lacanian re-reading, the article challenges interpretations of Hegel that emphasize reconciliation or the closure of dialectical development. Instead, it proposes that subjectivity remains structured by a constitutive lack that perpetually renews the demand for recognition. Ultimately, this analysis contributes to contemporary debates in continental philosophy and critical theory by showing how Hegelian dialectics and Lacanian psychoanalysis together illuminate the complex formation of the modern subject.

Keywords: Dialectic of Recognition; Ontology of Lack; Desire; Subjectivity; Master–Slave Dialectic; The Other; Critical Theory

আধুনিক দর্শনের অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হল মানবসত্তা বা subjectivity-এর প্রকৃতি। মানুষ কীভাবে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়, কীভাবে নিজের পরিচয় নির্মাণ করে, এবং কীভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার আত্মপরিচয় গঠিত হয়— এই প্রশ্নগুলো দীর্ঘদিন ধরে দর্শনের কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয়। subjectivity-র এই সমস্যা কেবল ব্যক্তিগত আত্মচেতনার বিষয় নয়; বরং এটি জ্ঞানতত্ত্ব, নৈতিকতা, সমাজতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। আধুনিক দর্শনে মানুষের স্বাধীনতা, পরিচয় এবং সামাজিক সম্পর্ক বোঝার জন্য subjectivity-র প্রশ্নটি একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। দর্শনের ইতিহাসে subjectivity সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রারম্ভিক আধুনিক দর্শনে আত্মসত্তাকে

সাধারণত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বচ্ছ চেতনা হিসেবে বোঝা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে। বিশেষত জার্মান ভাববাদী চিন্তায় subjectivity-কে একটি সম্পর্কমূলক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জার্মান দার্শনিক Georg Wilhelm Friedrich Hegel। তাঁর দর্শনে আত্মচেতনা একটি বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি গঠিত হয় অন্য সত্তার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

হেগেলের মতে, কোনও ব্যক্তি তখনই প্রকৃত অর্থে আত্মচেতন সত্তায় পরিণত হয় যখন সে অন্য একটি আত্মচেতন সত্তার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থাৎ subjectivity একটি আন্তঃসত্তাগত প্রক্রিয়ার ফল। এই ধারণা তাঁর বিখ্যাত dialectic of recognition-এ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর *Phenomenology of Spirit*-এ বর্ণিত master–slave dialectic এই তত্ত্বের সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ। এখানে দুইটি আত্মচেতনা একে অপরের স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি অসম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়—যেখানে একজন প্রভু এবং অন্যজন দাসে পরিণত হয়। তবে এই সম্পর্ক স্থির নয়; বরং দ্বন্দ্ব ও নির্ভরতার মধ্য দিয়ে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। হেগেলের মতে, এই দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানব ইতিহাস এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হয়।

হেগেলের চিন্তায় স্বীকৃতির (recognition) ধারণাটি পরবর্তীকালে বহু দার্শনিককে প্রভাবিত করেছে। সামাজিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক দর্শন এবং সমকালীন সমালোচনামূলক তত্ত্বে এই ধারণাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে একই সঙ্গে হেগেলের দর্শনকে ঘিরে একটি মৌলিক প্রশ্নও উঠে এসেছে: স্বীকৃতির এই দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া কি শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণ ঐক্য বা সমন্বয়ের দিকে নিয়ে যায়, নাকি এই দ্বন্দ্ব মানুষের অস্তিত্বের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য? হেগেলের চিন্তায় স্বীকৃতির ধারণা কেবল ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের বিষয় নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া। মানুষের পরিচয় এবং স্বাধীনতা সমাজের মধ্যেই গঠিত হয়। ফলে subjectivity-র প্রশ্নটি এখানে সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই হেগেলের দর্শন আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তীকালে অনেক দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক হেগেলের স্বীকৃতির (recognition) তত্ত্বকে ব্যবহার করে আধুনিক সমাজে পরিচয়, ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রশ্নগুলো নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিংশ শতকের দর্শনে subjectivity-র প্রশ্নটি আবারও নতুনভাবে পুনর্বিবেচিত হয়, বিশেষত মনোবিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমে। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ দেখায় যে, মানবসত্তা কেবল সচেতন চেতনার দ্বারা নির্ধারিত নয়; বরং অবচেতন কাঠামোও তার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধারাটিকে আরও গভীর ও দার্শনিক রূপ দেন ফরাসি মনোবিশ্লেষক Jacques Lacan। লাকাঁ ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণকে ভাষাতত্ত্ব এবং কাঠামোবাদী দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে subjectivity-র একটি নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

লাকাঁ-র মতে মানবসত্তা মূলত একটি বিভক্ত বা split subject। মানুষের চেতনা কখনও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বা ঐক্যবদ্ধ নয়; বরং এটি ভাষা, প্রতীকী কাঠামো এবং অবচেতন ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত। লাকাঁ-র দর্শনে subjectivity-র কেন্দ্রে একটি মৌলিক অভাব বা lack বিদ্যমান। এই অভাবের কারণেই মানুষের মধ্যে কামনার জন্ম হয়। তবে এই কামনা কোনও নির্দিষ্ট বস্তু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত আকাঙ্ক্ষা যা সবসময় অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। লাকাঁ-র বিখ্যাত উক্তি—"desire is the desire of the Other"— এই ধারণাটিকেই প্রকাশ করে। মানুষের কামনা মূলত অন্যের স্বীকৃতি এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে subjectivity এখানে একটি স্থির পরিচয় নয়; বরং এটি একটি

ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যা ভাষা এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লাকাঁ-র দর্শন হেগেলের স্বীকৃতির (recognition) ধারণার সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় তাত্ত্বিক সম্পর্ক তৈরি করে।

হেগেল এবং লাকাঁ উভয়েই মানবসত্তাকে একটি সম্পর্কমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং উভয়ের চিন্তায় অন্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। হেগেলের দর্শনে স্বীকৃতির দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত একটি উচ্চতর ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে দ্বন্দ্বগুলো একটি সমন্বিত রূপ লাভ করে। অন্যদিকে লাকাঁ-র মতে মানবসত্তা কখনও সম্পূর্ণ ঐক্য অর্জন করতে পারে না। অভাব এবং কামনার কাঠামো মানুষের অস্তিত্বের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই পার্থক্যই আধুনিক দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। যদি মানবসত্তা মৌলিকভাবে অভাবনির্ভর হয়, তবে স্বীকৃতির অনুসন্ধান কি সত্যিই একটি চূড়ান্ত সমন্বয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে? নাকি স্বীকৃতির অনুসন্ধান নিজেই একটি অন্তহীন কামনার কাঠামোর অংশ? স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম কি মূলত মানব কামনার একটি কাঠামোগত রূপ? লাকাঁ-র মনোবিশ্লেষণ কি হেগেলের ডায়ালেকটিককে একটি উন্মুক্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে? এই প্রশ্নগুলোর আলোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধতে হেগেলীয় দর্শন এবং লাকাঁনীয় মনোবিশ্লেষণের মধ্যে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করার চেষ্টা করবো এবং আধুনিক দর্শনে subjectivity-র প্রশ্নকে নতুনভাবে বোঝার একটি সম্ভাবনা উন্মোচন করবে।

সমকালীন দর্শনে এই প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বিশেষত Alexandre Kojève হেগেলের স্বীকৃতির তত্ত্বকে মানব কামনার তত্ত্ব হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করেন এবং দেখান যে মানুষের কামনা মূলত অন্য মানুষের স্বীকৃতির জন্যই। পরবর্তীকালে Slavoj Žižek হেগেল এবং লাকাঁ-র মধ্যে একটি গভীর তাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্দেশ করেন এবং দেখান যে লাকাঁ-র "lack" ধারণা হেগেলের ডায়ালেকটিককে নতুনভাবে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ প্রদান করে। অনেক গবেষণায় হেগেলের স্বীকৃতির তত্ত্ব এবং লাকাঁ-র কামনার তত্ত্ব আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার কিছু গবেষণায় তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু লাকাঁ-র "ontology of lack" ধারণার আলোকে হেগেলের স্বীকৃতির ডায়ালেকটিককে একটি পদ্ধতিগত পুনর্পাঠ করার প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিশেষত এই প্রশ্নটি এখনও পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষিত হয়নি যে, স্বীকৃতির অনুসন্ধানকে কি লাকাঁ-র কামনার কাঠামোর মধ্যে নতুনভাবে বোঝা সম্ভব।

এই প্রবন্ধ সেই প্রশ্নটিকেই কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এখানে যুক্তি দেওয়া হবে যে, স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম কেবল একটি সামাজিক বা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি মানবসত্তার অভাবনির্ভর কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। লাকাঁ-র মনোবিশ্লেষণ দেখায় যে, subjectivity মূলত অসম্পূর্ণ এবং বিভক্ত। ফলে স্বীকৃতির অনুসন্ধানকে একটি অন্তহীন কামনার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। লাকাঁ-র অভাবের সত্তাতত্ত্ব হেগেলের স্বীকৃতির ডায়ালেকটিককে নতুনভাবে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক কাঠামো প্রদান করে। হেগেলের দর্শনে স্বীকৃতি যেখানে আত্মচেতনার বিকাশের একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, সেখানে লাকাঁ-র বিশ্লেষণ দেখায় যে, এই স্বীকৃতির অনুসন্ধান আসলে মানুষের মৌলিক অভাব এবং কামনার কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

এখন প্রশ্ন হল যে, হেগেলের স্বীকৃতির ডায়ালেকটিককে কি লাকাঁ-র অভাব ও কামনার তত্ত্বের আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তাত্ত্বিক কাঠামো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত— প্রথমত Jacques Lacan-এর ontology of lack বা অভাবের সত্তাতত্ত্ব, এবং দ্বিতীয়ত Georg Wilhelm Friedrich Hegel-এর dialectic of recognition বা স্বীকৃতির ডায়ালেকটিক। এই দুই ধারণা ভিন্ন

দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হলেও মানবসত্তার গঠন, আত্মচেতনার বিকাশ এবং অপরের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণ গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই দুই তত্ত্বকে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে subjectivity-র প্রশ্নকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

হেগেল মতে, আত্মচেতনা কখনও একটি বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি অন্য একটি আত্মচেতনার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। হেগেলের বিখ্যাত বক্তব্য অনুযায়ী, আত্মচেতনা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনই যখন সে অন্য একটি আত্মচেতন সত্তার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে। এই ধারণাটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় *Phenomenology of Spirit*-এর সেই অংশে যেখানে হেগেল "self-consciousness" এবং "recognition"-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে আত্মচেতনা মূলত "being-for-itself" হলেও এটি একই সঙ্গে "being-for-another"। অর্থাৎ আত্মসত্তা নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে কেবল তখনই যখন অন্য একটি চেতন সত্তা তাকে স্বীকৃতি দেয়। (Hegel, 1977, pp. 111-112)।

Hegel তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Phenomenology of Spirit* মানবচেতনার বিকাশকে একটি দ্বন্দ্বমূলক বা dialectical প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই গ্রন্থে হেগেল দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে চেতনা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে আত্মচেতনায় রূপান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে recognition বা স্বীকৃতির ধারণা, যা হেগেলের মতে মানবসত্তার গঠনের জন্য অপরিহার্য। হেগেলের দর্শনে আত্মচেতনা (self-consciousness) কোনও বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ চেতনা নয়। বরং আত্মচেতনা এমন একটি চেতনা যা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং সেই সচেতনতা অর্জন করে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। হেগেলের মতে, চেতনা যখন নিজের দিকে ফিরে তাকায় এবং নিজেকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে, তখনই আত্মচেতনার উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই আত্মচেতনা স্থিতিশীল নয়; এটি অন্য আত্মচেতনার উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

হেগেল এখানে একটি মৌলিক যুক্তি উপস্থাপন করেন: একটি আত্মচেতনা নিজেকে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনই যখন অন্য একটি আত্মচেতন সত্তা তাকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ subjectivity একটি আন্তঃসত্তাগত কাঠামোর মধ্যে গঠিত। এই ধারণার মাধ্যমে হেগেল দেখান যে, মানুষের পরিচয় কেবল অভ্যন্তরীণ চেতনার ফল নয়; বরং এটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে স্বীকৃতির প্রশ্নটি একটি মৌলিক দার্শনিক সমস্যায় পরিণত হয়। যদি আত্মচেতনা অন্যের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়, তবে সেই স্বীকৃতি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই হেগেল স্বীকৃতির সংগ্রামের ধারণা উপস্থাপন করেন। হেগেলের মতে দুইটি আত্মচেতনা যখন একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রত্যেক সত্তাই চায় অন্যটি তাকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিক। কিন্তু একই সময়ে প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে তাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত struggle for recognition-এ পরিণত হয়। এই সংগ্রাম কেবল মানসিক বা প্রতীকী নয়; বরং এটি একটি অস্তিত্বগত সংগ্রাম। হেগেলের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই সংগ্রাম এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে প্রতিটি সত্তা নিজের স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে। এই কারণেই হেগেল এটিকে কখনও কখনও "life-and-death struggle" হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে এই সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমা রয়েছে। যদি একজন অপরজনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলে, তবে স্বীকৃতির সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ স্বীকৃতি কেবল জীবিত এবং স্বাধীন চেতনার মধ্যেই সম্ভব। ফলে এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত একটি অসম সম্পর্কের জন্ম দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে হেগেল একটি বিখ্যাত দ্বন্দ্বমূলক দৃশ্য উপস্থাপন করেন— master–slave dialectic। এখানে দুইটি আত্মচেতনা একে অপরের স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামের ফলে এক ধরনের অসম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যেখানে একজন প্রভু (master) এবং অন্যজন দাস (slave) হয়ে ওঠে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রভু বিজয়ী হয়েছে, কারণ সে অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু হেগেলের বিশ্লেষণ দেখায় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রভুর স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ, কারণ সে এমন একজনের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছে যে স্বাধীন নয়। অন্যদিকে দাস শ্রমের মাধ্যমে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই প্রক্রিয়ায় নিজের ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা উপলব্ধি করতে শুরু করে। ফলে দাসের মধ্যেই একটি গভীরতর আত্মচেতনার বিকাশ ঘটে। এখানে দুইটি আত্মচেতনার সংঘর্ষের ফলে একটি ক্ষমতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রভু বা master হয়ে ওঠে এবং অন্যজন দাস বা slave-এ পরিণত হয়। slave তার জীবন রক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করে এবং master-এর অধীনস্থ হয়ে যায়। কিন্তু হেগেলের বিশ্লেষণ দেখায় যে এই সম্পর্ক আসলে একটি গভীর দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রক্রিয়ায় slave ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে সে কেবল একটি বস্তু নয়; বরং একটি সক্রিয় সত্তা। ফলে paradoxically slave-ই গভীরতর আত্মচেতনা অর্জনের সম্ভাবনা লাভ করে। হেগেলের এই বিশ্লেষণ দেখায় যে ক্ষমতার সম্পর্ক সবসময় স্থিতিশীল নয়; বরং এর মধ্যেই পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এই কারণেই অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে হেগেলের master–slave dialectic আসলে মানব স্বাধীনতার বিকাশের একটি রূপক। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে হেগেল দেখাতে চান যে আত্মচেতনা কোনও স্থির অবস্থা নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, শ্রম এবং পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্য দিয়েই আত্মচেতনার বিকাশ ঘটে। এই দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া হেগেলের দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মধ্য দিয়েই মানব ইতিহাস এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ঘটে। হেগেলের এই তত্ত্ব আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, মানব সমাজের অনেক সংঘাত ও ক্ষমতার সম্পর্ক আসলে স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। স্বীকৃতির এই ধারণা পরবর্তীকালে সমকালীন দর্শনে পরিচয় রাজনীতি (identity politics), সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতার প্রশ্ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (Hegel, 1977, pp. 114-119)।

লাকাঁ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণকে ভাষাতত্ত্ব, কাঠামোবাদ এবং দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষের সত্তাকে একটি মৌলিকভাবে বিভক্ত এবং অসম্পূর্ণ কাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে মানবসত্তার কেন্দ্রে একটি মৌলিক lack বা অভাব কাজ করে, যা মানুষের পরিচয়, কামনা এবং সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। এই কারণেই লাকাঁ-র দর্শনকে প্রায়ই ontology of lack বা অভাবের সত্তাতত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। লাকাঁ-র বিশ্লেষণে subjectivity কোনও স্থির বা পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি ভাষা, প্রতীকী কাঠামো এবং অবচেতন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নির্ধারিত একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। মানুষের আত্মপরিচয় সবসময় একটি বিভাজনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়, এবং এই বিভাজনই মানুষের কামনা ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে।

লাকাঁ-র তত্ত্বে subject formation-এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল mirror stage। এই ধারণাটি প্রথমবার তিনি 1949 সালে উপস্থাপন করেন এবং পরে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Mirror Stage as Formative of the I"-এ বিশ্লেষণ করেন। লাকাঁ-র মতে শিশুর বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সে প্রথমবার নিজের প্রতিচ্ছবিকে একটি সমগ্র রূপ হিসেবে উপলব্ধি করে। এই প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করার মধ্য দিয়েই ego বা "I"-এর একটি প্রাথমিক ধারণা গঠিত হয় (Lacan, 2006, pp.

75–76)। তবে লাকাঁ-র মতে এই আত্মপরিচয় মূলত একটি ভ্রমাত্মক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা তখনও বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত; কিন্তু আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবি একটি সম্পূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল শরীরের ধারণা প্রদান করে। ফলে শিশুর মধ্যে একটি ভুল সনাক্তকরণ বা misrecognition ঘটে। সে নিজের প্রকৃত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে একটি বাহ্যিক চিত্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে (Lacan, 2006, pp. 76–78)। এই misrecognition-এর মাধ্যমে ego-র জন্ম হয়। কিন্তু এই ego কখনও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বা স্থিতিশীল নয়, কারণ এটি মূলত একটি বাহ্যিক প্রতিচ্ছবির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে subjectivity-র শুরুতেই একটি বিভাজন তৈরি হয়—একদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে প্রতীকী ও কাল্পনিক পরিচয়।

Mirror stage-এর পরে মানুষের subjectivity আরও গভীরভাবে গঠিত হয় যখন সে ভাষা এবং সামাজিক নিয়মের জগতে প্রবেশ করে। লাকাঁ এই কাঠামোকে symbolic order নামে অভিহিত করেন। symbolic order হল ভাষা, সংস্কৃতি, আইন এবং সামাজিক নিয়মের সেই সমষ্টি যার মধ্যে মানুষের পরিচয় গঠিত হয় (Lacan, 1998, pp. 203–205)। লাকাঁ-র মতে ভাষা মানুষের আগে থেকেই বিদ্যমান একটি কাঠামো। ফলে মানুষ জন্মের পর এই কাঠামোর মধ্যেই প্রবেশ করে এবং নিজের পরিচয় নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। ভাষা মানুষের অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে, কিন্তু একই সঙ্গে এটি মানুষের অভিজ্ঞতার একটি অংশকে সবসময় বাইরে রেখে দেয়। এই অনুপস্থিত অংশই মানুষের অভাব বা lack-এর ভিত্তি তৈরি করে। symbolic order-এর মধ্যেই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক গঠিত হয়। এখানে মানুষের পরিচয় সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। লাকাঁ এই অন্যকে বা Other নামে উল্লেখ করেন। এই Other কেবল কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং ভাষা ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতীকী অবস্থান।

Other দুইভাবে বোঝানো হয়: little other বা অন্য ব্যক্তি যেমন: অন্য মানুষ। Big Other বা ভাষা, সামাজিক নিয়ম, সংস্কৃতি। মানুষ যখন কথা বলে বা নিজের পরিচয় তৈরি করে, তখন সে Big Other-এর ভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ আমাদের পরিচয় আসলে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তৈরি। এই কারণে desire সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা প্রায়ই এমন জিনিস চাই যা অন্যরা চায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় mimetic desire। তাঁর মতে মানুষের সত্তা মূলত একটি অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভাবের উৎপত্তি ঘটে তখনই যখন মানুষ ভাষার জগতে প্রবেশ করে এবং তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার একটি অংশ হারিয়ে ফেলে। এই হারানো অংশ কখনও সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় না (Lacan, 1998, pp. 235–237)। লাকাঁ-র মতে, এই অভাব কেবল মানসিক নয়; বরং এটি অস্তিত্বগত। মানুষের পরিচয় কখনও সম্পূর্ণ নয়, কারণ ভাষা সবসময় বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবসময় একটি ফাঁক থেকে যায়। এই অভাবই মানুষের কামনার উৎস। মানুষ সবসময় সেই অনুপস্থিত পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়ায় যা কখনও অর্জন করা সম্ভব নয়। এই কারণেই লাকাঁ-র মতে মানব কামনা একটি অন্তহীন অনুসন্ধানের রূপ ধারণ করে। তিনি যুক্তি দেন যে, মানুষের কামনা কোনও নির্দিষ্ট বস্তু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত আকাঙ্ক্ষা যা সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর বিখ্যাত উক্তি—"desire is the desire of the Other"— এই ধারণাটিকেই নির্দেশ করে (Lacan, 1998, p. 235)। এই উক্তির অর্থ হল মানুষের কামনা সবসময় অন্যের কামনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষ কেবল বস্তু চায় না; বরং সে চায় অন্যের স্বীকৃতি এবং আকাঙ্ক্ষা। ফলে কামনা মূলত একটি সামাজিক এবং প্রতীকী কাঠামোর মধ্যে গঠিত।

লাকাঁ-র মতে মানুষের সত্তা মূলত একটি অপূর্ণ কাঠামো। আমরা সাধারণত মনে করি যে আমাদের একটি স্থির পরিচয় আছে—একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ "আমি"। কিন্তু লাকাঁ বলেন এই ধারণাটি ভ্রান্ত। মানুষ যখন ভাষা ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তার অভিজ্ঞতার একটি অংশ হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়া অংশই lack। ফলে, মানুষের পরিচয় সবসময় একটি ফাঁকের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। লাকাঁ বলেন: "Man's desire is the desire of the Other"। এই বক্তব্য বোঝায় যে, মানুষের পরিচয় ও কামনা সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা নিজের জন্য কামনা করি না; আমরা কামনা করি কারণ অন্যের জগতে অর্থপূর্ণ হতে চাই। অর্থাৎ lack কেবল একটি মানসিক সমস্যা নয়; এটি মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক কাঠামো। লাকাঁ-র মতে desire এবং need এক জিনিস নয়। তিনি তিনটি স্তর আলাদা করেন: 1. Need, 2. Demand, 3. Desire। Need হচ্ছে জৈবিক প্রয়োজন যেমন: ক্ষুধা, তৃষ্ণা। Demand যখন প্রয়োজন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর Desire যা কখনও সম্পূর্ণ পূরণ হয় না। Need পূরণ করা সম্ভব। Demand আংশিক পূরণ হয়। কিন্তু desire কখনও পূরণ হয় না। কারণ desire আসলে কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য নয়। desire সেই অনুপস্থিত পূর্ণতার জন্য, যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই কারণে মানুষের কামনা সবসময় চলমান। আমরা একটি বস্তু পাই, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার অন্য কিছু চাই। লাকাঁ-র মতে desire হল: lack-এর প্রতিক্রিয়া।

লাকাঁ এই কাঠামোটিকে ব্যাখ্যা করতে *objet petit a* ধারণাটি ব্যবহার করেন। *objet petit a* হল সেই অনুপস্থিত বস্তু যা কামনার কারণ হিসেবে কাজ করে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় না (Lacan, 1998, pp. 179–180)। ফলে মানুষের কামনা সবসময় একটি অসম্পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করে। *objet petit a* এটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ: object cause of desire অর্থাৎ এটি সেই বস্তু যা কামনার কারণ, কিন্তু কামনার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে: *objet petit a* কোনও বাস্তব বস্তু নয়। এটি একটি অপূর্ণতার চিহ্ন। যেমন, একজন মানুষ মনে করে— "যদি আমি এই চাকরি পাই, তাহলে আমি সুখী হব।" চাকরি পাওয়ার পরে সে আবার অন্য কিছু চায়। কারণ সেই বস্তুটি আসলে *objet petit a* ছিল না। *objet petit a* সবসময় স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ: desire সবসময় একটি অনুপস্থিত বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। লাকাঁ বলেন *objet petit a* হল: lost object যা আমরা মনে করি হারিয়ে গেছে। কিন্তু আসলে সেই বস্তু কখনও ছিলই না।

লাঁকা-র মতে মানুষের সত্তা কখনও সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ নয়; বরং এটি সবসময় একটি বিভাজনের মধ্যে অবস্থান করে। একদিকে রয়েছে সচেতন পরিচয়, অন্যদিকে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা। এই দুই স্তরের মধ্যে একটি মৌলিক দূরত্ব বিদ্যমান (Lacan, 2006, pp. 689–690)। লাকাঁ এই বিভাজনকে বোঝাতে subject-কে প্রায়ই একটি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করেন—$ (barred subject)। এই চিহ্ন নির্দেশ করে যে মানুষের সত্তা সবসময় অসম্পূর্ণ এবং বিভক্ত। মানুষের পরিচয় কখনও সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না; বরং এটি ভাষা, অবচেতন এবং সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত। এই কারণে লাকাঁর দর্শনে subjectivity একটি স্থির পরিচয় নয়; বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের সত্তা সবসময় পুনর্গঠিত হয় এবং তার কামনা কখনও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয় না। লাকাঁ-র ontology of lack আধুনিক দর্শনে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই তত্ত্ব দেখায় যে, মানুষ কোনও পূর্ণ সত্তা নয়। মানুষ একটি অসম্পূর্ণ কাঠামো। মানুষের পরিচয় গঠিত হয়: ভাষা, সমাজ, কামনা, অভাব। এই কারণে subjectivity সবসময় পরিবর্তনশীল।

লাকাঁ-র তত্ত্ব হেগেলের recognition ধারণার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ তৈরি করে। কারণ হেগেলের মতে subject অন্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে গঠিত হয়। আর লাকাঁ-র মতে subject অন্যের কামনার

মাধ্যমে গঠিত হয়। যদিও হেগেলের দর্শন মানবসত্তাকে একটি সম্পর্কমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে, তবুও তাঁর বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত একটি উচ্চতর ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয়। মনোবিশ্লেষণমূলক দর্শনে subjectivity সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণা বিকশিত হয়। বিশেষত, লাঁকা মানুষের সত্তাকে একটি মৌলিকভাবে বিভক্ত এবং অসম্পূর্ণ কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। লাকাঁ-র মতে মানবসত্তার কেন্দ্রে একটি মৌলিক lack বা অভাব বিদ্যমান। এই অভাব কেবল মানসিক বা সামাজিক নয়; বরং এটি অস্তিত্বগত বা ontological। মানুষের পরিচয় কখনও সম্পূর্ণ বা স্থিতিশীল নয়, কারণ ভাষা এবং প্রতীকী কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একটি মৌলিক ক্ষতির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। লাকাঁ-র বিখ্যাত mirror stage তত্ত্ব এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। শিশুর বিকাশের একটি পর্যায়ে সে প্রথমবারের মতো আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে এবং সেই প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। এই মুহূর্তে একটি কাল্পনিক ঐক্যের অনুভূতি তৈরি হয়, কিন্তু বাস্তবে শিশুর অভিজ্ঞতা তখনও বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ। ফলে এই প্রতিচ্ছবির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক মূলত একটি ভ্রমাত্মক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (Lacan, 2006, pp. 75-78)।

পরবর্তীকালে যখন শিশু ভাষা এবং সামাজিক নিয়মের জগতে প্রবেশ করে—যাকে লাকাঁ symbolic order বলেন— তখন তার পরিচয় আরও গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাষা এমন একটি কাঠামো যা ব্যক্তির আগে থেকেই বিদ্যমান, ফলে মানুষকে সেই কাঠামোর মধ্যেই নিজের পরিচয় নির্মাণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় মানুষের অভিজ্ঞতার একটি অংশ সবসময় ভাষার বাইরে থেকে যায়। এই অনুপস্থিত অংশই লাকাঁ-র মতে অভাবের উৎস। এই অভাব থেকেই মানুষের মধ্যে desire বা কামনার জন্ম হয়। তবে লাকাঁ-র মতে কামনা কোনও নির্দিষ্ট বস্তু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং এটি এমন একটি কাঠামোগত তাড়না যা সবসময় নতুন বস্তুর দিকে সরে যায়। কারণ, কামনার প্রকৃত লক্ষ্য কোনও বাস্তব বস্তু নয়, বরং সেই অনুপস্থিত পূর্ণতা যা কখনও অর্জন করা যায় না। (Lacan, 1998, pp. 235-240) । যা কামনার কারণ হিসেবে কাজ করে কিন্তু কখনও সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় না। ফলে মানবসত্তা সবসময় একটি অসম্পূর্ণতা এবং অনুসন্ধানের অবস্থার মধ্যে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লাকাঁ-র দর্শন subjectivity-কে একটি স্থায়ী অভাবের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে হেগেল এবং লাকাঁ-র তত্ত্ব দুটি ভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হলেও তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে—উভয়েই মানবসত্তাকে একটি সম্পর্কমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং উভয়ের চিন্তায় অপরের (Other) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেগেলের দর্শনে আত্মচেতনা অন্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে গঠিত হয়, আর লাকাঁ-র মতে মানুষের কামনা মূলত অন্যের কামনার দ্বারা নির্ধারিত। ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই subjectivity একটি আন্তঃসত্তাগত কাঠামোর মধ্যে গঠিত হয়। তবে, তাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। হেগেলের ডায়ালেকটিক শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বিত ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু লাকাঁ-র অভাবের তত্ত্ব দেখায় যে, এই ঐক্য কখনও সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। এই পার্থক্যই এই প্রবন্ধের তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু। লাকাঁ-র দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে lack বা অভাবের ধারণা। তাঁর মতে মানুষের সত্তা মূলত একটি অনুপস্থিত পূর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষা ও প্রতীকী কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করার ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার একটি অংশ হারিয়ে যায়, যা কখনও সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় না। (Lacan, 1998, pp. 235–237)। এই অভাবই মানুষের কামনার উৎস। মানুষ সবসময় সেই হারানো পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়ায়, যা কখনও সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে কামনা একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে।

এই তত্ত্বকে হেগেলের recognition-এর আলোকে পুনর্বিবেচনা করলে দেখা যায় যে স্বীকৃতির সংগ্রামও এক ধরনের অভাবের প্রকাশ। একজন subject অন্যের স্বীকৃতি কামনা কর, কারণ তার নিজের পরিচয় অসম্পূর্ণ। অন্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে সে নিজের পরিচয়কে স্থিতিশীল করতে চায়। কিন্তু এই স্বীকৃতি কখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় না। কারণ অন্য subject নিজেও একই অভাবের দ্বারা নির্ধারিত। ফলে, recognition একটি অন্তহীন দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, যেখানে প্রতিটি subject অন্যের মাধ্যমে নিজের অভাব পূরণ করতে চায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেলের master–slave dialectic-কে একটি desire structure হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। master অন্যের স্বীকৃতি চায়, কিন্তু slave স্বাধীন না হওয়ায় সেই স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (Hegel, 1977, pp. 115–117)। ফলে, master-এর কামনাও কখনও সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয় না। এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, লাকাঁ-র ontology of lack ধারণা হেগেলের dialectic of recognition-কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক কাঠামো প্রদান করে। স্বীকৃতির অনুসন্ধানকে যদি কামনার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়, তবে হেগেলের ডায়ালেকটিককে একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা সম্ভব, যেখানে subjectivity সবসময় অসম্পূর্ণ এবং পুনর্গঠনের মধ্যে অবস্থান করে।

হেগেলের দর্শনে স্বীকৃতির এই দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানব ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি এই স্বীকৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। হেগেলের মতে, মানব ইতিহাসকে এক অর্থে স্বীকৃতির অনুসন্ধানের ইতিহাস হিসেবে বোঝা যায়। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান— যেমন পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র—এই স্বীকৃতির কাঠামোকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষ পারস্পরিক স্বীকৃতির একটি কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ হেগেল খুঁজে পান ethical life (*Sittlichkeit*) ধারণায়। ethical life হল এমন একটি সামাজিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়মের মধ্যে একটি সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ব্যক্তি আর অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে না; বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বীকৃতি অর্জন করে। ethical life-এর কাঠামোর মধ্যে পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র একত্রে কাজ করে। এই তিনটি স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ফলে, স্বীকৃতির সংগ্রাম একটি উচ্চতর সামাজিক ঐক্যের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। (Hegel, 1991, pp. 182-190)।

আলোচনার শুরুতে আধুনিক দর্শনে subjectivity সমস্যার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছিল, যেখানে দেখানো হয়েছে যে আত্মপরিচয় কখনও একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি সামাজিক সম্পর্ক, ভাষা এবং কামনার কাঠামোর মধ্যে গঠিত। Hegel-এর স্বীকৃতির ডায়ালেকটিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে আত্মচেতনার বিকাশকে একটি আন্তঃসত্তাগত প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। হেগেলের মতে আত্মচেতনা তখনই সত্যিকারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন একটি সত্তা অন্য একটি সত্তার দ্বারা স্বীকৃত হয়। এই কারণে স্বীকৃতির সংগ্রাম মানব সম্পর্কের একটি মৌলিক দার্শনিক কাঠামো। হেগেলের master–slave dialectic এই সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপক। এখানে দুইটি আত্মচেতন সত্তার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরি হয়, কিন্তু সেই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। কারণ master যে স্বীকৃতি পায় তা একটি স্বাধীন subject-এর কাছ থেকে আসে না। ফলে, সেই স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে, মানবসত্তা এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একটি মৌলিক অস্থিরতা বিদ্যমান। Jacques Lacan-এর মনোবিশ্লেষণমূলক দর্শনের আলোকে subjectivity-এর প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা

হয়েছে। লাকাঁ দেখান যে, মানুষের সত্তা মূলত একটি অভাব বা lack-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। mirror stage, symbolic order এবং split subject-এর ধারণার মাধ্যমে তিনি দেখান যে, মানুষের আত্মপরিচয় সবসময় একটি বিভাজনের মধ্যে গঠিত। মানুষের ego মূলত একটি misrecognition-এর ফল, এবং ভাষা ও প্রতীকী কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার একটি অংশ হারিয়ে যায়। এই অভাবই মানুষের কামনার উৎস। মানুষের কামনা কখনও কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। লাকাঁ-র বিখ্যাত ধারণা— "desire is the desire of the Other"— এই কাঠামোটিকেই নির্দেশ করে। ফলে, subjectivity মূলত একটি অসম্পূর্ণ কাঠামো যেখানে মানুষ সবসময় সেই অনুপস্থিত পূর্ণতাকে অনুসন্ধান করে যা কখনও সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় না। এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক অংশে দেখানো হয়েছে যে, হেগেলের recognition ধারণাকে লাকাঁ-র desire তত্ত্বের আলোকে পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব। হেগেলের স্বীকৃতির সংগ্রামকে যদি কামনার কাঠামোর মধ্যে বোঝা যায়, তবে দেখা যায় যে, recognition এবং desire একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একজন subject অন্যের স্বীকৃতি কামনা করে, কারণ তার নিজের পরিচয় অসম্পূর্ণ।

এই পুনর্পাঠের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, হেগেলের dialectic এবং লাকাঁ-র ontology of lack আসলে subjectivity-এর দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক ব্যাখ্যা প্রদান করে। হেগেল সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে subjectivity-এর বিকাশ ব্যাখ্যা করেন, আর লাকাঁ মানুষের অবচেতন এবং কামনার কাঠামোর মধ্যে সেই subjectivity-এর অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে বিশ্লেষণ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে subjectivity আর একটি স্থির বা পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া যেখানে অভাব, কামনা এবং সামাজিক স্বীকৃতি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। মানুষের পরিচয় সবসময় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত, কিন্তু সেই সম্পর্ক কখনও সম্পূর্ণ সমন্বয়ের দিকে পৌঁছায় না। ফলে, মানবসত্তা সবসময় একটি অসম্পূর্ণতার মধ্যে অবস্থান করে। এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, হেগেল ও লাকাঁ-র দর্শন একত্রে বিবেচনা করলে মানবসত্তার একটি জটিল কিন্তু গভীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখানে subjectivity একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া যেখানে মানুষের সত্তা সবসময় অভাব, কামনা এবং অন্যের স্বীকৃতির মধ্যে গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের পরিচয় কখনও সম্পূর্ণ নয়; বরং এটি সবসময় পরিবর্তনশীল এবং অসম্পূর্ণ।

হেগেল ও লাকাঁ-র মধ্যে যে তাত্ত্বিক সংলাপ তৈরি হয়, তা কেবল দর্শনের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমসাময়িক সমালোচনামূলক তত্ত্ব (critical theory)-এর বিভিন্ন ধারাতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত Slavoj Žižek, Judith Butler এবং Alexandre Kojève—এই তিনজন চিন্তকের কাজ হেগেলীয় স্বীকৃতির ডায়ালেকটিক এবং লাকাঁ-র কামনা ও অভাবের তত্ত্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের বিশ্লেষণে subjectivity, desire এবং recognition একটি নতুন সমালোচনামূলক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে, যেখানে সামাজিক ক্ষমতা, পরিচয় এবং ইতিহাসের প্রশ্নগুলো একত্রে আলোচিত হয়।

Alexandre Kojève তাঁর বিখ্যাত লেকচার সিরিজ *Introduction to the Reading of Hegel*-এ তিনি হেগেলের *Phenomenology of Spirit*–এর master–slave dialectic-কে আধুনিক মানব ইতিহাসের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপন করেন। কোজেভের মতে মানুষের কামনা প্রকৃতির বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং এটি একটি বিশেষ ধরনের desire for recognition। মানুষ চায়, অন্য মানুষ তাকে একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিক (Kojève, 1980, pp. 6–7)। এই কারণে মানব ইতিহাসকে তিনি এক অর্থে স্বীকৃতির সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যায় master–slave dialectic একটি

প্রতীকী ঐতিহাসিক রূপক। master নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু তার স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ কারণ slave স্বাধীন নয়। অপরদিকে slave শ্রম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আত্মচেতনার একটি নতুন স্তরে পৌঁছায়। কোজেভের মতে, এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানব ইতিহাস এগিয়ে যায়। কোজেভের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে লাকাঁ-র কামনার তত্ত্বের সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ তৈরি করে। যদি মানুষের কামনা মূলত অন্যের স্বীকৃতির কামনা হয়, তবে recognition আসলে একটি desire structure। এই ধারণা লাকাঁ-র সেই বিখ্যাত তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যেখানে তিনি বলেন মানুষের কামনা সবসময় অন্যের কামনার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, কোজেভের হেগেল পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করে যেখানে recognition এবং desire একই কাঠামোর দুইটি দিক হিসেবে দেখা যায়।

সমসাময়িক দর্শনে হেগেল ও লাকাঁ-র সংলাপকে সবচেয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন স্লোভেনীয় দার্শনিক স্লাভয় জিজেক। তাঁর মতে হেগেল এবং লাকাঁর মধ্যে মৌলিক কোনও বিরোধ নেই; বরং তাদের তত্ত্ব একে অপরকে সম্পূরক করে। জিজেক যুক্তি দেন যে, হেগেলের ডায়ালেকটিককে প্রায়ই ভুলভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ের দর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেগেলের দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে negativity বা অভ্যন্তরীণ অভাবের ধারণা (Žižek, 1989, pp. 7–8) । এই negativity লাকাঁ-র lack ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

জিজেকের মতে, লাকাঁ-র split subject আসলে হেগেলের dialectical subject-এর একটি মনোবিশ্লেষণমূলক রূপ। subject কখনও সম্পূর্ণ নয়; বরং এটি নিজের মধ্যেই একটি ফাঁক বা অভাব বহন করে। এই ফাঁকই subjectivity-এর চালিকাশক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে recognition-এর প্রশ্নও নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ অন্যের স্বীকৃতি চায়, কারণ তার সত্তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু সেই স্বীকৃতি কখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় না, কারণ অন্য subject-ও একই অভাবের দ্বারা নির্ধারিত। জিজেক এই তত্ত্বকে ideology critique-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে সামাজিক আদর্শ বা ideology প্রায়ই সেই অভাবকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে যা মানব subjectivity-এর কেন্দ্রে রয়েছে (Žižek, 1989, pp. 45–47)। ফলে, ideology মানুষের কামনাকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত করে। এই ব্যাখ্যা হেগেল ও লাকাঁ-র সংলাপকে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা প্রদান করে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শনে recognition এবং identity-এর প্রশ্নকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন জুডিথ বাটলার। তাঁর কাজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি হেগেলের recognition তত্ত্ব এবং লাকাঁ-র subjectivity ধারণাকে সমসাময়িক পরিচয় রাজনীতির (identity politics) আলোকে পুনর্বিবেচনা করেন। বাটলারের মতে, মানব পরিচয় কোনও স্থির বা প্রাকৃতিক সত্তা নয়; বরং এটি সামাজিক নিয়ম এবং ভাষাগত কাঠামোর মধ্যে গঠিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি লাকাঁ-র symbolic order ধারণাকে ব্যবহার করে দেখান যে মানুষ নিজের পরিচয় সবসময় একটি সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নির্মাণ করে (Butler, 1997, pp. 2–4)। তবে বাটলার এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনাও উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, recognition সবসময় মুক্তিকামী নয়; কখনও কখনও এটি ক্ষমতার একটি রূপ হতে পারে। সামাজিক স্বীকৃতির কাঠামো অনেক সময় নির্ধারণ করে দেয় কোন ধরনের পরিচয় গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। এই কারণে identity politics-এর অনেক সংগ্রাম আসলে recognition-এর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী তাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি দাবি করে, কিন্তু সেই স্বীকৃতি সবসময় বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই বিশ্লেষণে বাটলার দেখান যে, subjectivity কেবল মনোবিশ্লেষণমূলক বা দার্শনিক প্রশ্ন

নয়; এটি একটি রাজনৈতিক প্রশ্নও। মানুষের পরিচয়, স্বীকৃতি এবং সামাজিক মর্যাদা সবই ক্ষমতা ও ভাষার কাঠামোর মধ্যে গঠিত।

কোজেভ, জিজেক এবং বাটলারের কাজ একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হেগেল ও লাকাঁ-র দর্শন সমসাময়িক সমালোচনামূলক তত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে।

References:

1. Althusser, L. (2005). *For Marx*. Translated by Ben Brewster, Verso. P. 233
2. Butler, J. (1997). *The psychic life of power: Theories in subjection*. Stanford University Press. pp. 2–4.
3. Butler, J. (1987) *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*. Columbia University Press.
4. Derrida, J. (1997). *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Johns Hopkins University Press. P. 158
5. Descartes, R. (1998). *Meditations on First Philosophy*. Translated by Donald A. Cress, Hackett Publishing. P. 17
6. Descartes, R. (1996). *Meditations on First Philosophy*. Translated by John Cottingham, Cambridge University Press
7. Fink, B. (1995). *The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance*. Princeton University Press.
8. Freud, S. (1989). *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. W. W. Norton, 1989.
9. Freud, S. (2010). *The Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey, Basic Books. P. 112
10. Hegel, G. W. F. (1991). *Elements of the Philosophy of Right*, trans. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 182–190.
11. Hegel, G. W. F. (1977). *Phenomenology of spirit* (A. V. Miller, Trans.). Oxford University Press. pp. 104-105, 111–112, 113-114, 114-117, 118-119.
12. Kojève, A. (1980). *Introduction to the reading of Hegel* (J. Nichols, Trans.). Cornell University Press. pp. 6–8.
13. Lacan, J. (1998). *The four fundamental concepts of psychoanalysis* (A. Sheridan, Trans.). New York: W. W. Norton. pp. 179–180, 203–205, 235–237.
14. Lacan, J. (2006). *Écrits: The first complete edition in English* (B. Fink, Trans.). New York: W. W. Norton. pp. 75–78, 689–690.
15. Lacan, J. (1977). *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton. pp. 1-7
16. Lacan, J. (1998). *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton.
17. Lacan, J. (1978). *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Edited by Jacques-Alain Miller, translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1978. Pp. 20-28
18. Laplanche, J, and Pontalis, J. B. (1973). *The Language of Psychoanalysis*. Translated by Donald Nicholson-Smith. W. W. Norton. P. 45
19. Saussure, F. de. (1966). *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin. McGraw-Hill. pp. 65-70
20. Žižek, S. (1989). *The sublime object of ideology*. Verso. pp. 7–8, 45–47.
21. Žižek, S. (1991). *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*. MIT Press.